দৈনিক জনকণ্ঠ

৪

তারিখ ... 29 NOV 1998 ...
পৃষ্ঠা ২৫ কলাম ৪

পড়াশোনার প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছে কেন?

সমীক্ষা

সাধারণত কাউকে ফেল করান না বলে পড়াশোনা না করেও পার পেয়ে যাবার যে ধারাবাহিক ঐতিহ্য সৃষ্টি হয় বিশ্ববিদ্যালগুলোতে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনা না করার এটি একটি বড় কারণ।

মোস্তফা মাহমুদ সারোয়ার

তিনি শিক্ষকদের আরও কঠোর এবং সৎ মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব দেন।

বাংলাদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত সমীক্ষায় খুঁজে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে– 'কেন পড়াশোনার প্রবণতা হ্রাস পাচ্ছে?' বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করা হলো না। কারণ দেশের প্রায় সকল বিশ্ববিদ্যালয়েরই প্রতিনিধিত্বশীল চিত্রটি দেখা যাবে এ সমীক্ষায়।

একটি সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সঙ্গত কারণেই সুষ্ঠু শিক্ষা অর্জন এবং মেধার যথার্থ বিকাশ– এ রকম পরিবেশে একটি সহজাত প্রত্যাশা। ঘটনা পরম্পরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক শিক্ষা কার্যক্রম বর্তমানে অনেক দিক থেকেই ব্যাহত। সবচেয়ে উদ্বেগের কথা হলো, ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার সহজাত প্রবণতাও আজকাল হ্রাস পাচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিগত কয়েক বছরে নানা রাজনৈতিক-প্রশাসনিক ঝামেলা, সহিংসতা, সন্ত্রাসী তৎপরতা ইত্যাদি কারণে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে তেইশ মাসের দীর্ঘ সেশনজট বজায় আছে। পরিভাষা যাই হোক, মূলত এ কারণেই নির্ধারিত সময়ে ক্লাস এবং পরীক্ষার ধারাবাহিকতা বিঘ্নিত হয়ে থাকে। আর সার্বিকভাবে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার প্রবণতা হ্রাস পাওয়ার ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যাবে সারাদিন তো বটেই, এমনকি রাত দশটা অবধি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় ছাত্রছাত্রীর ব্যাপক আড্ডা, লাইব্রেরিতে অতি অল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি, সেমিনার লাইব্রেরির বইগুলোতে ধুলোর আস্তরণ এবং বিশেষ করে পরীক্ষার আগের রাতের চরম উৎকণ্ঠার সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ পাঠ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্রছাত্রীরা টেক্সট পড়ার পরিবর্তে ফটোকপির সুবাদে প্রাপ্ত সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় নোট হজম করায় অভ্যস্ত। এ বিষয়ে আমরা কথা বললাম ক'জন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে। সার্বিকভাবে পড়াশোনার প্রবণতা হ্রাস পাওয়ার কারণ হিসাবে অর্থনীতি শেষ বর্ষের ছাত্র ইউসুফ ভার্সিটির প্রচলিত শিক্ষা কাঠামোকেই দায়ী করেছেন। তার মতে, অনিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত টিউটরিয়ালের প্রশ্নগুলো ফাইনালে রিপিট করার ফলে ফাইনালের জন্য নতুন করে আর পড়তে হয় না। আর টিউটরিয়ালও রেগুলার নয় বলে পড়াশোনার ধারাবাহিকতা থাকে না। এর ফলে কেবল বছরের বিশেষ একটি সময়ে টিউটরিয়াল বা ফাইনাল পরীক্ষার আগের রাতেই কেবল পড়তে দেখা যায় ছাত্রছাত্রীদের।

বাংলা বিভাগ থেকে পাস করে যাওয়া কবি শামীম সিদ্দিকী সরাসরি দায়ী করেছেন এখানকার শিক্ষকদের। তাঁর মতে, দেশের প্রায় প্রত্যেকটি এলাকার সবচেয়ে সেরা ছাত্রটি ভর্তি হয় জাহাঙ্গীরনগরে। এসএসসি এবং এইচএসসি পর্যন্ত ভাল ফলাফল করে যে স্পিরিট নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে এখানেও একই ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রাণান্ত চেষ্টা এরা করে প্রথম প্রথম, কিন্তু অচিরেই যখন দেখা যায় অধিকাংশ শিক্ষকই ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাপকাঠিতে পরীক্ষার্থীর মূল্যায়ন করেন তখন স্বভাবতই পড়াশোনার সমস্ত আগ্রহ উবে যায়। একই নোট দু'জনে লিখলেও দু'জনের নম্বরের ব্যবধান যখন চল্লিশ কি পঞ্চাশ শতাংশ গড়ায় তখন পড়াশোনার আগ্রহ ধরে রাখা কী করে সম্ভব? তিনি একটি উদাহরণ দিয়ে বলেন, গত বছর গুরুতর অসুস্থ হয়ে ঢাকা মেডিক্যালে ছিলেন বলে একটি টিউটরিয়াল দিতে পারেননি। একই রকম ঘটনা ঘটেছিল তার এক বান্ধবীর বেলায়ও। কিন্তু জনৈক শিক্ষক তার বান্ধবীর পরীক্ষাটি নিয়েছেন আর অত্যন্ত অন্যায়ভাবে তাঁকে শূন্য দিয়েছেন টিউটরিয়ালে। তাঁর প্রশ্ন, এই ঘটনার পর শিক্ষকদেরকে আর কীভাবে শ্রদ্ধা করা চলে? নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একই বিভাগের ৩য় বর্ষের ছাত্র জানালেন, জনৈক শিক্ষক এক ছাত্রীকে স্বহস্তে নোট করে দেন এবং স্বভাবতই সর্বোচ্চ নম্বরটি তার জন্য বরাদ্দ থাকে। চোখের সামনে এ রকম দুই নম্বরী দেখলে পড়াশোনার আগ্রহ থাকবে কী করে? তিনি মত প্রকাশ করলেন, শত চেষ্টা করেও নোংরামি ছাড়া যেহেতু ভাল ফলাফল সম্ভব নয় আর ভার্সিটিতে ভর্তির পর সচরাচর কেউ যখন ফেলও করে না তখন পড়াশোনা করে আর সময় নষ্ট করতে চায় না কেউ।

তারচেয়ে নাটক, আড্ডা, প্রেম আর ঘুরে বেড়ানোই যথেষ্ট আনন্দদায়ক।

সরকার ও রাজনীতির তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ইকবাল হোসেন কামালের মতে, শিক্ষকরা মন চাইবে পড়ার টেবিলে বসতে? একটি বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, পড়াশোনার প্রবণতা কমে যাবার অভিযোগ যতই বাড়ছে একই সামন্তরালে বাড়ছে ফটোস্ট্যাট মেশিনের ব্যবহার। ক'বছর আগেও ক্যাম্পাসে কেবল দুটো ফটোস্ট্যাট মেশিন ছিল। এখন প্রায় ১৫টি মেশিন কাজ করছে ক্যাম্পাসে। এর ফলে একটি ঘটনা ঘটছে হাতে নোট করার প্রবণতা কমে যাচ্ছে, বাড়ছে পূর্বসূরিদের ফটোস্ট্যাট নোটনির্ভরতা। উত্তরসূরি এই ফটোস্ট্যাট প্রজন্ম ক্রমশই পড়াশোনার অভ্যাসটি ভুলে যাচ্ছে এটি নিঃসন্দেহে খুব শঙ্কার কথা।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সুযোগ যাঁরা পান তাঁদের মেধার ঘাটতি আছে কিংবা অর্থনৈতিক দৈন্যতা আছে এটি মনে করার কোন কারণ নেই। কিন্তু তারপরও প্রত্যেকটি বিভাগে খুব অল্পসংখ্যক ছাত্রছাত্রী ছাড়া অধিকাংশই এই যে দিনের পর দিন মূল দায়িত্ব পড়াশোনা বাদ দিয়ে অন্যান্য সৃজনশীল কিংবা অসৃজনশীল কর্মকাণ্ডে কালক্ষেপণ করছেন, সমাজ পরিবার রাষ্ট্রের প্রতি তাঁদের দায়বদ্ধতার কথা কি তাঁরা একটি বারের জন্যও ভাবছেন?